বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাস বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস' সম্প্রতি চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রকাশ করেছে। দীর্ঘ প্রায় দশ বছরের চেষ্টায় বইটি লিখেছেন চিত্র সাংবাদিক জনাব অনুপম হায়াৎ।

জনাব হায়াৎ ১৮৯৮ সালের ১৭ এপ্রিলকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রথম প্রয়াস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সেদিনই বাংলাদেশে প্রথম বায়োস্কোপ প্রদর্শনী হয়েছিল। প্রদর্শন করে বেডফোর্ড সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানী। নাচ গান, নাটক, যাত্রা পালার পাশাপাশি ঢাকাবাসীরা সেই প্রথম স্বাদ পায় চলচ্চিত্রের। কিন্তু তা ছিল নির্বাক বায়োস্কোপ। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ঢাকার ক্রাউন থিয়েটারেই বাংলাদেশে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

এর পর ধীরে ধীরে এদেশের কিছু উৎসাহী তরুণ এগিয়ে আসেন চলচ্চিত্র নির্মাণে। এ ব্যাপারে তৎকালীন নবাব পরিবারের অবদান যে অপরিসীম তা উল্লিখিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে বাঙালী মুসলমানদের গোপনে হিন্দু নাম নিয়ে অভিনয় করতে হত। কারণ ওই সময়ে চলচ্চিত্রের ব্যাপারে মুসলিম সমাজের ছিল ঘোর আপত্তি। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, কাজী নজরুল ইসলাম, আব্বাসউদ্দিন আহমেদ, আতাউর রহমান খান এবং ওবায়েদ-উল হক, জহুর হোসেন চৌধুরীর মত বরেণ্য ব্যক্তিরাও চলচ্চিত্রের উন্নয়নে এগিয়ে এসেছেন এবং সহযোগিতা করেছেন নানাভাবে।

১৯৫৬ সালে আবদুল জব্বার খানের 'মুখ ও মুখোশ' দিয়ে শুরু হল বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সবাক যাত্রা। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এফডিসি। তারপর চার দিক থেকে চিত্রামোদীরা এগিয়ে এসে রঙ-বেরঙে ভরিয়ে দেয় আমাদের চলচ্চিত্র জগৎ। প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যে সব উদ্যোক্তা, অভিনেতা, অভিনেত্রী, কলাকুশলী, পত্র-পত্রিকা, সাংবাদিক জড়িত তাদের ছবিসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি চলচ্চিত্র সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের উৎসাহ বাড়িয়ে দেবে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ে এমন কোনো বই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীতে কেউ চলচ্চিত্রের ইতিহাস লিখতে গেলে তার জন্যে এই গ্রন্থটি যে প্রধান ও বিশেষ সহায়ক হবে তা নিঃসন্দেহে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস রচনা সম্পর্কে জনাব অনুপম হায়াৎ জানান, '৭৮ এর ২৩ জুনে 'স্মৃতির মুখ : হারানো ছবি' নামে তার একটি প্রতিবেদন হয়। সে সময় তিনি বিচিত্রায় কর্মরত ছিলেন। পরে আরও তথ্য জানার জন্যে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন তিনি এখানে ওখানে। এর মধ্যে তার আলোচনা হয় এদেশের চলচ্চিত্রের পথিকৃত আবদুল জব্বার খানের সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে এব্যাপারে অনেক অজানা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পান তিনি। কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর সঙ্গে পুরনো ঢাকার বিভিন্ন অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে উৎসাহিত হন। '৭৮ সাল থেকেই তিনি এই বইয়ের পান্ডুলিপি রচনা শুরু করেন। পুরনো ছবির ইতিহাস নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করছি বলে অনেকেই আমাকে বিভিন্ন রকম তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ডঃ মুনতাসীর মামুন বেশ কিছু ছবি ও বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য করেন। ঢাকার প্রথম ছবি 'শেষ চুম্বন' এর স্টীল তিনি পেয়েছেন সবশেষে এ বছরে। জনাব হায়াৎ বিভিন্ন ছবির স্থির চিত্র সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে, আর্কাইভ থেকে ও নিজের সংগ্রহ থেকে।

এ ছাড়া এই পান্ডুলিপি রচনায় সৈয়দ সালাহউদ্দীন জাকি এবং আলমগীর কবিরও তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তবে যাদের সহযোগিতা পেলে এই বই আরও পূর্ণাঙ্গ হতে পারত। তারা কেউই তেমন সহযোগিতা করেন নি তাকে।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে জনাব অনুপম হায়াৎ এফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) সাইফুল আযমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তার পদক্ষেপ ছাড়া বইটি এখন প্রকাশ করা হয়ত সম্ভব হত না।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস গ্রন্থ সম্পর্কে সেই সময়ের তথ্য মন্ত্রী এবং বর্তমান শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ বলেছেন, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের এই ইতিহাস আরও আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। এই ইতিহাস চিত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িত সকলের এক স্থায়ী ও মূল্যবান দলিল। এ দলিল অতীত গৌরবের যেমন সমাচার বাহী তেমনি ভবিষ্যতের নির্দেশিকা হিসাবেও বিবেচিত হবে।

সংগৃহীত বিরল ছবি : ধ্রুব চিত্রে কবি নজরুল

বইটির ছত্রে ছত্রে জনাব হায়াতের শ্রমের স্বাক্ষর বিধৃত। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ওপর এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-বহুল ও স্থায়ী মূল্যের বই লিখে জনাব হায়াত চলচ্চিত্রমোদী পাঠকের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১৪৯২টি ছবি সংবলিত তিন'শ পৃষ্ঠার বইটিও ফটো কম্পোজে ছাপা। চমৎকার প্রচ্ছদ এঁকেছেন সৈয়দ লুৎফুল হক। দাম ২২৫ টাকা।

—রুহুল কুদ্দুস

লেখক অনুপম হায়াৎ

...তার ... সভায় যোগদান—এ স... হিতের মত তিনি কথা... যা কোন এজেন্ডাতে ... তিনি বলেই যাচ্ছিলেন... ছিলেন, ফোকলোর লোক... নিয়ে বিদেশে আমেরিকায় ...

... মানুষকে ঐতিহ্য ... তার অতীত চিন্তাধারা, ... তলানী রয়ে যায় দেশে ... মানব ইতিহাসের ক্রম... নের ধারা বেয়েই। ... দেশে বিশেষ করে ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফিনল্যান্ড, আয়রল্যান্ড ... পরদিন সনে কাজী নজরুল ইসলাম এক ...